যুগান্তর

তারিখ 27 AUG 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

জাবি খুললেও ক্লাস হয়নি গ্রেফতার আতংকে উপস্থিতি কম

জাবি প্রতিনিধি

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের কারণে সিন্ডিকেটের জরুরি সভার মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখের সাত দিন আগে ২ আগস্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার ২৩ দিন পর রোববার খুললেও তেমন কোন ক্লাস হয়নি। এ ছাড়া সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর নামে মামলা করায় গ্রেফতার আতংকে অনেকে এখনও হলেই আসেননি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের হলে প্রবেশের নতুন কিছু নিয়ম চালু করেছে।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখা গেছে, বেশির ভাগ বিভাগে নির্ধারিত ক্লাস হয়নি। শিক্ষকদের উপস্থিতি স্বাভাবিক হলেও শিক্ষার্থী ছিল একেবারেই কম। ১ আগস্ট ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের নেতা, বঙ্গবন্ধু হলের আবাসিক ছাত্র তাহমিদুল ইসলাম লিখনকে (অর্থনীতি, ৩৬তম আবর্তন) রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ছুরিকাঘাতকারী সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশ মীর মশাররফ হোসেন হলের ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় পুলিশের রাবার বুলেটে আহত হন পাঁচ শিক্ষার্থী। ফলে ফুঁসে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থাপনা ব্যাপক ভাংচুর করেন, বন্ধ করে দেন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক এবং পুলিশ ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালান। পরে লিখনের বা লিখনের ওপর হামলাকারী সন্দেহে ১০ শিক্ষার্থীর নামে এবং পুলিশ সাভার ও আশুলিয়া থানায় প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে দুটি মামলা করে। এ ছাড়া ২ আগস্ট সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় বিভিন্ন স্থাপনা ভাংচুর ও বিশ্ববিদ্যালয় অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করতে প্রো-ভিসিকে প্রধান করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ২১ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। ফলে নানামুখী চাপের কারণে শিক্ষার্থীরা আতংকিত হয়ে পড়েছেন। এ ছাড়া ঈদে যানবাহন বিড়ম্বনা ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরে আবার সংঘর্ষ হয় কি না সেই আশংকা এড়াতে অনেকে এখনও ক্যাম্পাসে আসেননি। এদিকে ১৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মোঃ আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রভোস্ট ও প্রক্টরিয়াল বডির সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের আইডি কার্ড দেখিয়ে হলে প্রবেশ করতে হবে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা হলে প্রবেশ করতে পারবেন। হলে প্রবেশে নতুন নিয়ম নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আইডি কার্ড সঙ্গে না থাকায় এরই মধ্যে বিড়ম্বনায় পড়েছেন বেশকিছু শিক্ষার্থী। তাদের হল প্রভোস্টের অনুমতিতে শর্তসাপেক্ষে হলে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য এ নিয়মের বিরোধিতা না করলেও অনেকেই প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তকে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করছেন। এ বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জাবি শাখার আহ্বায়ক মৈত্রী বর্মণ যুগান্তরকে জানান, প্রশাসনের সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য হলেও সেটা অগণতান্ত্রিক। কারণ এখানে শিক্ষার্থীদের কোন মতামত নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক ড. তপন কুমার সাহা জানান, শিক্ষার্থীদের হয়রানি করার জন্য নয় বরং এক হলের ছাত্র যাতে অন্য হলে থাকতে না পারে তা নিশ্চিত করতেই আইডি কার্ড চেক করা হচ্ছে। আর হলে প্রবেশের সময়সীমা সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা করা হয়েছে সাময়িক সময়ের জন্য। তা ছাড়া শর্ট কোর্স থেকে যারা অন্য সময়েও আসছে তারা খাতায় নাম লিখে হলে প্রবেশ করছে। [illegible]